চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রতি

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড উত্তরাঞ্চলের একটি বৃহত্তম সরকারী শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন প্রশাসনিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড। এই শিক্ষা বোর্ডের কোন কোন দফতর তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যে গাফলতি ও কর্মবিমুখতার পরিচয় দিয়ে একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন-এ প্রসঙ্গে দু'একটি কথা উল্লেখ করতে চাই।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যে কোন বিষয়ের একজন পরীক্ষক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবছর পরীক্ষিত উত্তরপত্র যথা সময়ে প্রধান পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর পর পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিল পরিক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠান, কিন্তু সবচে আশ্চর্যের বিষয়-কোন বছর কোন পরীক্ষক তদবির না করলে এই বিলের টাকা হাতে পাওয়া যায় না! যে সমস্ত দফতর এবং যারা পরীক্ষকদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত বিল তদারক করেন --- তাদের অহেতুক বিলম্বের কারণে একমাত্র রাজশাহী শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ব্যতীত দূর-দূরান্তে অবস্থানরত পরীক্ষকদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক বিল পেতে বছরের পর বছর সময় লাগে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে কর্মরত শত শত সুদক্ষ কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও তদবির এবং সেই সাথে 'নজরানা' না দিলে বিলের টাকা সময় মত যে পাওয়া যায় এমন ঘটনা বিরল। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বহু অভিযোগ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় হয়নি এবং বিষয়টি সম্পর্কে কোন রকম প্রশাসনিক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে একেবারেই তাঁরা উদাসীন। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে বিষয়টি এখন একটি প্রথাগত ও স্থায়ী ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছে। এক্ষণে এর প্রকৃত কারণ উদঘাটন করে মূল উৎপাটন প্রয়োজন।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে আবেদন, এ যাবৎ কত বছরের কত হাজার পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের পারিশ্রমিক বিল ফাইল চাপাপড়ে আছে তা একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক তদন্ত কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরতে প্রয়াসী হবেন কি?

মুহম্মদ ওয়ালি,
নাকি ভিলা, কালিতলা সড়ক,
নওগা।

প্রভাষকের বেতন ৩৭৫ টাকা

গত ৩১শে মার্চ তারিখে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির আশায় সকাল ১১টায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার সাহেবের কার্যালয়ে উপস্থিত হলাম। সময়মত সাক্ষাৎকার শুরু হলো এবং এক সময় আমাকে ডাকা হলে আমি সাক্ষাৎকার পরিষদের সম্মুখীন হলাম। ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। তাঁর সাথে সন্তোষজনক আলাপ শেষ হলে অন্য একজন সদস্য বললেন 'আপনাকে নিয়োগ করা হলে মাসিক পৌনে চারশ' টাকা বেতন দেয়া হবে এবং আপনাকে দু'বছরের আণ্ডারটেকিং দিতে হবে।" আমার প্রশ্ন হলো, আমরা কোন্ বর্বর সমাজে অবস্থান করছি যে, দেশের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করে মাসিক তিনশ' পঁচাত্তর টাকা বেতনে মানুষ গড়ার দায়িত্ব নেব? যেখানে সরকার এক বছর পূর্বেই নতুন স্কেল কার্যকরী করেছেন এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নতুন স্কেল কার্যকরী হয়েছে, সেক্ষেত্রে মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের কর্তৃপক্ষ সংগতি থাকা সত্ত্বেও (একজন সম্মানিত সদস্য বলেছেন যে, তাদের আর্থিক সংগতি আছে) কিভাবে পুরাতন স্কেলে বেতন দিচ্ছেন তা আমার বোধগম্য নয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। আর বাকিটুকু ডুবতে যাচ্ছে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের অর্থাভাবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ না পেলে শিক্ষার হাল যে কি হবে তা সহজেই অনুমেয়।

এ ব্যাপারে আমি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ করছি।

দিলীপ সাহা।
প্রভাষক: বিক্রমপুর
কে বি কলেজ,
ইছাপুরা, মুন্সীগঞ্জ।